বীরেন্দ্র সমগ্র

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনা
সব্যসাচী দেব

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রসঙ্গ কথা

কবিতা তাঁর কাছে কোনো ব্যসন ছিল না, ছিল না কোনো শৌখিন সময়যাপন। কবিতাকে তিনি জেনেছিলেন জীবনের দৈনন্দিন এক কৃত্য বলে, যে-কৃত্য কেবল প্রয়োজনের নয়, অর্জনেরও। কবিতা তাঁর কাছে কেবল অনুভবের প্রকাশ ছিল না, ছিল উপলব্ধিরও উচ্চারণ। সেই উচ্চারণে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না, অনুভূত ও উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করার জন্যই তাঁর কবিতাযাপন। সে-সত্য প্রেম হতে পারে, হতে পারে প্রতিবাদ, অথবা যা-কিছু যা জড়িয়ে থাকে জীবনের সঙ্গে। এমনকী মৃত্যুও, কেননা সেও তো জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য ও অপ্রতিরোধ্য অংশই।

তাই তাঁর কবিতায় আশা থাকে, তার পাশে থাকে হতাশার কথাও। থাকে উজ্জীবনের কথা, ক্লান্তির কথাও।

সব নিয়েই তো মানবজীবন। তাঁর কবিতা তো সেই মানবজীবনকেই চিনতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে। এই চেনা আর বোঝার তাগিদেই অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। চেতনা সজাগ থাকলেও এক সময় শরীর কিছুটা বিদ্রোহ করে। তার ছাপও পড়ে কবিতায়।

'বীরেন্দ্র সমগ্র'-র এই খণ্ডে রইল কবির জীবনের শেষ পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলি। গত শতকের আশির দশকই মূলত এই সব কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল, খুবই অল্প কয়েকটি বছর। তাঁর শরীরে তখন বাসা বেঁধেছে মারণ রোগের জীবাণু, মনকে তা গ্রাস করতে পারেনি, কিন্তু কিছুটা যেন ফিরিয়ে এনেছে নিজের দিকে। এই পর্বের কবিতা অনেকটা যেন স্বগতোক্তি, সেই সঙ্গে এক শান্ত ভালোবাসায় মুড়ে রাখা। আর আছে তরুণ কবিদের জন্য অপেক্ষার কথা।

* * *

এখানে যে-কটি কাব্যগ্রন্থ রইল তার একটি বাদে বাকিগুলি কবির জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত। সেই চারটি বইয়ের তিনটি আবার যৌথ কাব্যগ্রন্থ, সমবয়সী অথবা অনুজ কবিদের

সঙ্গে একত্রে গ্রথিত। আরেকটি বই কবির প্রয়াণের অল্প কিছুদিন বাদে তাঁর প্রীতিভাজন প্রকাশক অবনীরঞ্জন রায় প্রকাশ করেছিলেন, কবি তা নিজে সংকলিত না করতে পারলেও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর শেষ জীবনের কবিতা নিয়েই এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল; ফলে যথাযোগ্য মর্যাদায় সেই বইটি এখানে স্থান পেয়েছে।

কেবল লিটল ম্যাগাজিনের লেখক ছিলেন না তিনি, বড়ো প্রকাশকদের আনুকূল্যও তিনি চাননি এবং পাননি। ফলে তাঁর প্রকাশকরা বেশির ভাগই স্বল্প পুঁজির, বইগুলির অবয়বও শীর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই অসংখ্য কবিতা রয়ে গিয়েছিল অগ্রন্থিত অবস্থাতেই। আরেকটি কারণও অবশ্য ছিল। আগেই বলা হয়েছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূলত ছিলেন লিটল ম্যাগাজিনের কবি; এবং এ ব্যাপারে পত্রিকাগুলি তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে বরাবর। তার ফলে গ্রাম বা মফস্বলের অসংখ্য ছোটো কাগজের সম্পাদক তাঁর কাছে লেখা পেয়েছে, সেই পত্রিকা হয়ত একটা সংখ্যা করেই বন্ধ হয়ে গেছে বা পত্রিকাটি আদৌ প্রকাশিতই হয়নি, ফলে সে লেখাগুলি এক জায়গায় এনে সংকলিত করা কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রয়াণের পরে নানা জনের সহযগিতায় এরকম বহু অগ্রন্থিত কবিতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, 'বীরেন্দ্র সমগ্র' প্রকাশের পরিকল্পনার কথা শুনেই কাজ শুরুর দিন থেকেই অনেকে তাঁদের সংগ্রহ থেকে এরকম কবিতা দিয়ে গেছেন। কবি সুব্রত রুদ্র তাঁদের অন্যতম। প্রয়াত মার্ক্সবাদী প্রাবন্ধিক ও সংস্কৃতিকর্মী ধনঞ্জয় দাশ বহু আগেই পৌঁছে দিয়েছিলেন দুটি কবিতা। কবির পরিবার যখনই যে কবিতা পেয়েছেন, পৌঁছে দিয়েছেন সম্পাদকের কাছে। এমনকী বর্তমান খণ্ডটি প্রেসে চলে যাওয়ার পরেও মিত্রা বা বুদ্ধদেব কবিতা পাঠিয়েছেন। এর আগে যাঁরা কবি ও কবিতাকে ভালোবেসে এই সব অগ্রন্থিত কবিতাকে এক জায়গায় আনার কথা ভেবেছিলেন, তাঁরা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন; তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে বলতে হয় পুলক চন্দর কথা।

দু-একটি কথা সব খণ্ডেরই 'প্রসঙ্গকথা'-য় বলা হয়েছে, এখানেও তা আবার বলা হচ্ছে। বহু সতর্কতা সত্ত্বেও বানানের সমতা সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি। এবং দু-একটি ক্ষেত্রে একই কবিতার দ্বিতীয়বার মুদ্রণ এড়ানো যায়নি। পাঠকদের অসুবিধার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

'বীরেন্দ্র সমগ্র'-র বর্তমান খণ্ডটি হয়ে উঠতে পারল যাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে, প্রকাশন ও মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত সেই সব কর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সব্যসাচী দেব

সূ চি প ত্র

সত্তর আশির কবিতা **২৫-৩৬**

প্রশ্ন ছিল ২৭
তিনি যখন ২৭
এভাবেই বুঝি ২৮
উৎসব ২৮
প্রাগৈতিহাসিক ২৯
কেন এত বিষণ্ণতা ২৯
কথা ছিল ৩০
পোল্যাণ্ড ৩০
তৃতীয় দুনিয়া ৩১
অন্য দিন ৩১
ভূতের গল্প ৩১
বনমানুষ ৩২
দিবারাত্রির কাব্য ৩৩
সে ৩৩
হাসির গল্প ৩৪
বজ্র ৩৪
বাইরে শীত ৩৪
জন্মদিনের কবিতা : অতীনকে ৩৫
রামকিঙ্কর ৩৫
দেবুদা ৩৬

উচ্চারণ **৩৭-৬২**

জন্ম, পুনর্জন্মের কবিতা ৩৯
সুন্দরী কেউ ধরেছে ইঁদুর ৪০
পক্বকেশ শিশুদের কবিতা ৪২

প্রশ্ন ছিল

মানুষের মনুষ্যত্ব
তার বুকের রক্ত
ফিনকি দিয়ে যখন ঝরে,
পশুদের কি টনক নড়ে?

১৯৮০

তিনি যখন

তিনি যখন বসেন সিংহাসনে
তখন তার অঙ্গের ভূষণ
টুকটুকে লাল! লাল থেকে নীল! এখন
হলুদ-কালো ডোরাকাটা। গোপনে গোপনে তিনি

মানুষ থেকে বাঘ হ'য়েছেন। আমরা ভেবেছিলাম
'হালুম' বলে ভয় দেখানোর তাঁরা সবাই বনে গেছেন;

এখন দেখি তিনিই, স্বয়ং দক্ষিণরায় ব'সে আছেন
রাজ্য জুড়ে...

১৯৮০